দামুড়হুদায় ভূমিহীনদের মাঝে ৪র্থ পর্যায়ে ঘর প্রদান

ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ৪র্থ পর্যায়ে (২য় ধাপে) সারা দেশব্যাপী নির্ধারিত গৃহসমূহ উপকারভোগী ২২,১০১ টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের নিকট জমি ও গৃহ সহ হস্তান্তর কার্যক্রমের (বিটিভি লিংকের মাধ্যমে) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যেম শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৮ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে জমিসহ গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেখানো হয়। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল এদেশকে সোনার বাংলাদেশে রূপান্তরিত করা এবং বাংলাদেশের যেন একটি পরিবারও গৃহহীন না থাকে। সেই লক্ষ্যে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সজল কুমার দাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: হেলেনা আক্তার নিপা, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলাম, ওসি অপারেশন শফিউল আলম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিনসহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কাষ্টদহে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে উঠতে পারেনি ভূমিহীন তিন নারী

প্রভাবশালীদের মামলা জটিলতায় গাংনীর কাষ্টদহ গ্রামের ভূমিহীন তিন নারীর নামে বরাদ্দ দেয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তিনটি ঘর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হলেও ঘরে উঠতে পারেনি ওই তিন নারী।

উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ইসরাফ আলীর মেয়ে জরিনা ও আঙ্গুরা এবং একই গ্রামের পন্ডিত দাসের স্ত্রী লক্ষি দাসের নামে খাস জমিসহ তিনটি ঘর বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের মামলার জটে পড়ে ঘর তিনটির সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি উপজেলা প্রশাসন। তবে প্রশাসন বলছে, শীঘ্রই মামলাটি নিষ্পত্তি করে শতভাগ নির্মাণ কাজ করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ষোলটাকা গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান, মোখলেছুর রহমান ও আনিছুর রহমান এবং মতিয়ার রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও রিফাত আলী বাদী হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান বিবাদী করে চার জনের নামে মোকাম গাংনী সহকারী জজ আদালত বরাবর একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- দেং ৫৭/২০২১। মামলার আর্জিতে জমিটি খাস নয় এবং কাস্টদহ মৌজার সিএস ১৮৯ দাগের অর্ন্তভুক্ত।

ঘর নির্মাণ কাজ শুরুর সময় তারা কোন আপত্তি না জানালেও নির্মাণ কাজের শেষ সময়ে ওই জমিটির উপর মামলা দেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশেই ওই জমির উপরে নির্মান কাজ স্থগিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওই জমিতে নির্মানাধিন ঘরের বাকি কাজ সমাপ্ত করণ ছাড়াও মাটি ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ শেষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে।